The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

সহীহ মুসলিম : পরিচিতি ও পর্যালোচনা

[Sahih Muslim : Introduction and Review]

Dr. Muhammad Rafiqul Islam
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 09 February 2025
Received in revised: 27 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Sahih Muslim: Compilation Method, Conditions and Characteristics

ABSTRACT

Sahih Muslim is a collection of Hadith compiled by Imām Muslim Ibn al-Hajjāj al-Nisaburi (rh.). His collection is considered to be one of the most authentic collections of the Sunnah of the Prophet Sm. He traveled widely to gather his collection of Hadith. Out of 300,000 Hadiths which he evaluated, approximately 4,000 were extracted for inclusion into his collection based on stringent acceptance criteria. Imam Muslim strictly observed many principles of the science of Hadith, which had been slightly ignored by his great teacher Imam Bukhari (may Allah have mercy on both of them). Imam Muslim considered only such traditions to be genuine and authentic as had been transmitted to him by an unbroken chain of reliable authorities up to the Prophet Sm. and were in perfect harmony with what had been related by other narrators whose trustworthiness was unanimously accepted and who were free from all defects. Imam Muslim has taken great pains in connecting the chain of narrators. He has recorded only that Hadith which, at least, two reliable tabi'in (successors) had heard from two Companions and this principle is observed throughout the subsequent chain of narrators. However, it is important to realize that Imam Muslim never claimed to collect all authentic traditions as his goal was to collect only traditions that all Muslims should agree on about accuracy. Besides, the importance of Hadith after al-Quran is immense in the life of Muslim Ummah. For this reason, as a conscious Muslim, it is important to know the significance and necessity of Sahih Muslim, its terms of compilation, method and role, the characteristics of Sahih Muslim and its explanatory books. Therefore, in this article, analytical discussion of all these issue is presented.

ভূমিকা

সহীহ মুসলিম হাদীসের অন্যতম একটি গ্রন্থের নাম। ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী এ গ্রন্থের সংকলক। তিনি বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের নীশাপুরে ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার অন্যান্য সংকলনের মধ্যে সহীহ মুসলিম সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। মুসলিম বিশ্বের হাদীস বিশারদগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আল-কুরআনের পর পৃথিবীর বুকে বিশুদ্ধতম দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো সহীহ মুসলিম। অত্যন্ত যত্নের সাথে সুনিপুণ পরিকল্পনায় তিনি গ্রন্থটি সংকলন করেন। সুদীর্ঘ পনের বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুন্দর বিন্যাস পদ্ধতি বিবেচনা করে সমসাময়িক যুগের কতিপয় মুহাদ্দিস সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন। এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে যুগে যুগে গ্রন্থটির বহু শরাহ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থের মর্যাদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় আলোচ্য অংশে 'সহীহ মুসলিম পরিচিতি ও পর্যালোচনা' শিরোনামে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিমের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

ইমাম মুসলিমের পূর্ণনাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী। তিনি ২০৪ হিজরীতে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম জাহানের সর্বত্র গমন করে হাদীস শিক্ষা অর্জন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের বড় বড় উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও

সংগ্রহ করেন। ইমাম বুখারী র. যখন নিশাপুর উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম র. তার সঙ্গে অবস্থান করেন। তাঁর বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হন। এ শহরে ইমাম বুখারী র.-এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারণা শুরু হলে ইমাম মুসলিম তার প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে একদিন একটি ঘটনা ঘটে যায়। তিনি তাঁর হাদীসের উস্তাদ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আয-যাহলীর মজলিসে অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। এ মজলিসে ইমাম যুহলী সহসা ঘোষণা দিলেন, **إلا من كان يقول بقول البخاري في مسئلة (اللفظ بلقران) فليعتزل مجلسنا** 'বিশেষ (আল-কুরআন সৃষ্ট বস্তু) একটি মাসয়ালায় যে ব্যক্তি ইমাম বুখারীর মত বিশ্বাস করে ও তার অভিমত গ্রহণ করে, সে যেন আমার এই মজলিস হতে চলে যায়।'[১] এটি শ্রবণের সাথে সাথে ইমাম মুসলিম উঠে দাড়ালেন এবং নিজের ঘরে ফিরে এসে এ উস্তাদের নিকট হতে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসসমূহের লিখিত পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠায়ে দেন। অতঃপর তিনি আয-যাহলীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন।[২]

ইমাম মুসলিম হাদীস সম্পর্কে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণরূপে একমত।[৩] সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে আবূ হাতিম আর-রাযী, মূসা ইবন হারুন, আহমদ ইবন সালমা, ইয়াহইয়া ইবন সা'য়িদ, মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ ও ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীসে ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এছাড়া ইমাম মুসলিমের মূল্যবান গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। তার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীসের উপর রচিত। তন্মধ্যে সহীহ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কবীর ও আল-জামি'উল কাবীর বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ২৬১ হিজরীতে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন।[৪]

হাদীস সংগ্রহ

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো তার সংকলিত 'সহীহ মুসলিম'। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন হাদীস চর্চা কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে দীর্ঘ পনের বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে চারলক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে উক্ত চার লক্ষ হাদীস হতে তাকরার (পুনরাবৃত্ত) এক লক্ষ হাদীস বাদ দিয়ে তিন লক্ষ হাদীস নির্বাচন করেন। পুনরায় উক্ত তিন লক্ষ হাদীস যুক্তি ও তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে যে গুলো সর্বদিক হতে নির্ভূল ও বিশ্বস্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সেগুলো নির্ধারণ করে তিনি 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থটি সংকলন করেন। অবশ্য ইমাম মুসলিম তিন লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে মাত্র বার হাজারের কিছু বেশি হাদীস নির্বাচন করে সহীহ মুসলিমের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং অবশিষ্টগুলো পরিত্যাগ করেন। গ্রন্থটি সংকলন করার প্রেক্ষিতে তিনি হাদীসের জগতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। রাসূল সা.-এর হাদীসের উপর সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে '*সিহাহ সিত্তাহ*' নামক ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সর্বাধিক বিশুদ্ধ। মুসলিম জাহানের হাদীস বিশারদগণের ঐক্যমতে 'সিহাহ সিত্তাহ' হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম বুখারী সংকলিত সহীহুল বুখারী বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এর পরেই রয়েছে ইমাম মুসলিম সংকলিত 'সহীহ মুসলিমের' স্থান।[৫]

সহীহ মুসলিম সংকলন পদ্ধতি

ইমাম মুসলিম তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে সুদীর্ঘ পনের বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে 'আস-সহীহ লি মুসলিম' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ সম্পর্কে The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, His Sahih is said to have been composed out 3,00,000 traditions collected by himself. 'তার সহীহ (মুসলিম) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে তিন লক্ষ হাদীস তারই মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।'[৬] ইমাম মুসলিম র. তার গ্রন্থটির সংকলন সম্পন্ন করে তদানীন্তন প্রখ্যাত হাদীসের উস্তাদ ইমাম আবূ যুর'আর নিকট উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম র.-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেমন এ সম্পর্কে তিনি বলেন, **عَرَضْتُ كِتَابِيْ هَذَا عَلَي أَبِي زُرْعَةَ الرَازِي فَكُلُّ مَا أَشَارَ أَنَّهُ عِلّةً تَرَكْتُهُ وَ كُلُّ مَا قَالَ أَنَّهُ صَحِيْحٌ وَ لَيْسَ لَهُ 'عِلَّةٌ خَرَجْتُهُ** 'আমি এ গ্রন্থটি আবূ যুর'আ আর-রাযীর নিকট উপস্থাপন করেছি। তিনি যে যে হাদীসের ব্যাপারে সনদে ত্রুটি আছে বলে রায় প্রদান করেছেন, আমি সেগুলোকে বাদ দিয়েছি। আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি সঠিক বলে অভিমত পোষণ করেছেন যে তা সহীহ এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, তা আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।'[৭]

ইমাম মুসলিম র.-এর এ কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধুমাত্র নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মনে করে এ গ্রন্থে স্থান দেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য বরেণ্য মুহাদ্দিসগণের নিকট অভিমত চেয়েছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেবল সেই হাদীস তিনি তার এ সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম র. আরও বলেন, **لَيْسَ كُلُّ شَيٍ عِنْدِي صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا وَإِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه** 'আমি এ গ্রন্থে এমন সমস্ত হাদীস অন্তর্ভূক্ত করিনি, যেগুলো কেবলমাত্র আমার বিবেচনায় সহীহ বরং এমন সমস্ত হাদীস এতে সংকলিত করেছি, যেগুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত।'[৮]

ইমাম মুসলিম র.-এর এ কথা এ কারণে 'আলিমগণের আলোচনার বিষয় এবং দ্বিধা-দ্বন্ধের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে যে, সহীহ মুসলিমে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো সহীহ হওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা নববী র. আবূ 'আমর ইবন সালাহের উদ্ধৃতিতে এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন। যথা: ১. এ কথার উদ্দেশ্য হলো শুধু ঐ সমস্ত হাদীস তিনি উল্লেখ করবেন, যেগুলোর মধ্যে (ইমাম মুসলিমের ধারণা মতে) ঐ সমস্ত শর্ত বিদ্যমান, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যে যেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী এবং অন্য 'আলিমদের মতে যদিও সে হাদীসের মধ্যে সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়নি। ২. অথবা এ কথার উদ্দেশ্য হলো, এমন কতিপয় বর্ণনাকারীকে ثقة (ছিকাহ) সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও তিনি এমন কোন হাদীস সহীহতে উল্লেখ করেননি, যার মধ্যে হাদীসের 'মতন' ও 'সনদ' উভয়টির মধ্যে ثقة (ছিকাহ)[৯] রাবীগণের মতবিরোধ রয়েছে।[১০] তবে এ সমস্ত উত্তরের চেয়ে সর্বাধিক মনঃপুত ব্যাখ্যা হচ্ছে, যা 'আল্লামা তকী ওসমানী র.[১১] 'ফাতহুল মুলহিমে' উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখানে ইজমা দ্বারা সাধারণ ইজমা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইমাম মুসলিমের চারজন শায়খ আহমাদ ইবন হাম্বল র., আবূ যুর'আ রাযী র., ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন র. ও আবূ হাতেম রাযী র.-এর ইজমা উদ্দেশ্য।'[১২] তাই আর কোন আপত্তি থাকে না। তবে এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, আল্লামা তকী ওসমানী র. '*ফাতহুল মুলহিমের*' ভূমিকায় আবূ হাতিম র. ও আবূ যুর'আর স্থলে 'উছমান ইবন আবী শায়বা ও সা'ঈদ ইবন মানসুরের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে দু'টি উক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কোন বিরোধ নয়। কারণ দু'টি উক্তির মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, মোট ছয় জনের ইজমা উদ্দেশ্য। আল্লামা সুয়ূতী র.ও '*তাদরীবুর রাবী*' কিতাবে 'উছমান ইবন আবী শায়বা ও সা'ঈদ ইবন মানসুরের পরিবর্তে আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আর নাম উল্লেখ করেছেন।[১৩] ইবনুশ শারকী র. বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম মুসলিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

مَا وَضَعْتُ شَيْئًا فِي كِتَابِي هذا الْمُسْنَدِ إِلاَّ بِحُجَّة ، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة

'আমি আমার এ মুসনাদ গ্রন্থে যা উপস্থাপন করেছি, তা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি। আর এ গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত করিনি, তাও প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি।'[১৪] মাক্কী ইবন আবদান বলেন, ইমাম মুসলিম র. কিতাব সমাপ্ত করে হাফিয আবূ যুর'আর খিদমতে পেশ করেন। যে হাদীসের ব্যাপারে তিনি কোন علت (ইল্লত) বা দোষ-ত্রুটির দিকে ইশারা করেন, তা তিনি কিতাব থেকে বাদ দিয়ে দেন। [১৫]

ইমাম মুসলিম র. অধিকতর সতর্কতার জন্য তার সহীহ গ্রন্থের সর্বস্তরে দুজন বিশ্বস্ত সাহাবী ও দুজন বিশ্বস্ত তাবেয়ী' থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম মুসলিম র. তাঁর সংগৃহীত হাদীস সমূহকে গুরুত্বানুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ক. তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ, খ. মধ্যম স্তরের স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ও গ. য'ঈফ বা দূর্বল স্তরের রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ। ইমাম মুসলিম র. প্রথম স্তরের রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন এবং কখনও কখনও মুতাবি'আত বা সহায়ক হিসাবে দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণের হাদীসও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় স্তরের রাবীগণের বর্ণিত হাদীস বর্জন করেছেন।[১৬]

সহীহ গ্রন্থ সংকলনের সময়কাল

সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি সংকলনের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও একথা বলা যায় যে, ইমাম মুসলিম র. দীর্ঘ পনর বছর কঠোর পরিশ্রম, নিরবিচ্ছন্ন সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম র.-এর সহযোগী ও সফরসঙ্গী বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আহমদ ইবন সালীমাহ বলেন,

كنت مع مسلم في تاليف صحيحه خمس عشرة سنة ، و هذا إثنا عشر ألف حديث

'আামি সুদীর্ঘ পনের বছরকাল সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি সংকলনের কাজে তাঁর (ইমাম মুসলিম) কাছে ছিলাম। তিনি বার হাজার হাদীস সংকলন করেছিলেন।'[১৭] তবে আল-ইরাকী এবং হাজী খলীফার মতে হিজরী ২৫০ সালে তিনি গ্রন্থটি সংকলন করেন।[১৮] ইমাম মুসলিমের ছাত্র এবং আস-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন সুফিয়ান নিশাপুরী বলেন, 'ইমাম মুসলিম র. ২৫৭ হিজরী সালের রমযান মাসে তার কিতাবটির পাঠ সমাপ্ত করেন।'[১৯]

নামকরণ

হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে ইমাম মুসলিম র. সংকলিত হাদীস গ্রন্থটি 'সহীহ মুসলিম' হিসেবে খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে এ গ্রন্থটি জামে'[২০] কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন, শাহ আব্দুল আজিজ এ গ্রন্থটিকে জামে' এর অন্তর্ভূক্ত করেননি। কারণ কোন হাদীস গ্রন্থ জামে' হওয়ার জন্য তাতে বিশেষ আটটি বিষয়ের হাদীস থাকা প্রয়োজন। তবে এ গ্রন্থটিতে উক্ত আটটি বিষয়ের হাদীস থাকলেও তাফসীর বিষয়ক হাদীস খুবই কম থাকায় 'আলিম সমাজ এ গ্রন্থটিকে জামে' হিসেবে অভিহিত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তবে পরবর্তী যুগের অভিজ্ঞ 'আলিম সমাজের মতে এতে তাফসীর বিষয়ক হাদীস কম থাকলেও, যেহেতু এতে তাফসীর বিষয়ক হাদীস রয়েছে, তাই তারা এ

গ্রন্থটিকে জামি' এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[২১] এ প্রেক্ষিতে 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থকার এবং 'কামূস' গ্রন্থকার গ্রন্থটিকে জামি' বলে অভিহিত করেছেন। তাই পরবর্তী যুগের আলিমগণ ইমাম মুসলিমের গ্রন্থটিকে 'আল-জামি'উস সহীহ' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য পূর্ববর্তী যুগের 'আলিমগণের অভিমতে এটি একটি সহীহ গ্রন্থ।[২২] আলিমগণ

ইমাম মুসলিম র.-এর গ্রন্থটি যদিও আস-সহীহ নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর যুগে এটি 'আল-মুসনাদ' (المسند)[২৩] নামেও অভিহিত করা হত। যেমন, ইমাম মুসলিম র. নিজেই এ সম্পর্কে বলেন,

ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة، وما اسقطت منه شيئا إلا بحجة

'আমি আমার এ মুসনাদ গ্রন্থে যা উপস্থাপন করেছি, তা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি। আর এ গ্রন্থে সন্নিবেশন থেকে যা বাদ দিয়েছি, তাও দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছি।'[২৪] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

صنّفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة

'আমি এ সহীহ মুসনাদ গ্রন্থটি তিন লক্ষ শ্রবণকৃত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে প্রণয়ন করেছি।'[২৫] তবে এখানে 'মুসনাদ' এর পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা হয় নি। কেননা, মুহাদ্দিসগণের নিকট 'মুত্তাছিল' সনদযুক্ত হাদীসকে 'মুসনাদ' বলা হয়। এমনিভাবে 'মারফূ' হাদীসকেও 'মুসনাদ' বলা হয়।[২৬] তাই সহীহ মুলিমের ক্ষেত্রে 'মুসনাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর তখন অর্থ হবে, এমন গ্রন্থ যার হাদীসসমূহের বর্ণনা ধারা সরাসরি রাসূল সা. পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

সহীহ মুসলিম প্রণয়নে শর্তাবলী

কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। তাঁর গৃহীত শর্তাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. বর্ণনাকারী (রাবী) অবশ্যই বিশ্বস্ত হবে।
খ. হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর সদা জাগ্রত অনুভূতি থাকতে হবে।
গ. তাঁর নিকট বর্ণনাকারী থেকে রাসূল সা. পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকতে হবে।
ঘ. সনদ বা মতনে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকতে পারবে না।

এ ছাড়াও আরও কতিপয় শর্তাবলী নিম্নে আলোচিত হলো:

১. حديث صحيح لذاته(হাদীস সহীহ লিজাতিহি) হওয়া: হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যে তার অন্যতম শর্ত হলো, তার সনদ[২৭] متصل এবং বর্ণনাকারী عادل[২৮] ও ضابط[২৯] হতে হবে এবং হাদীস شذوذ[৩০] ও علل[৩১] থেকে মুক্ত হতে হবে। ইমাম মুসলিম র. সর্বপ্রথম صحيح لذاته হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং কখনও কখনও إستشهاد (প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতকরণ) এর জন্যে কিংবা মৌলিকভাবেই حسن لعينه ও লিপিবদ্ধ করেন।

২. حديث متفق الصحّة(হাদীস মুত্তাফাকুস সিহহাত) হওয়া: এ বিষয়ে ইমাম মুসলিমের র. একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেমন এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, لَيْسَ كُلُّ شَيٍ عِنْدِي صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا وَإِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه- "আমি এ গ্রন্থে এমন সমস্ত হাদীস অন্তর্ভূক্ত করিনি, যেগুলো কেবলমাত্র আমার বিবেচনায় সহীহ বরং এমন সমস্ত হাদীস এতে সংকলিত করেছি, যেগুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত।" [৩২]

৩. ইমাম মুসলিম র. তার কিতাবের ভূমিকায় হাদীসের তিনটি প্রকার এবং বর্ণনাকারীদের তিনটি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন। যথা: **ক.** যে সমস্ত হাদীসগুলো পুরোপুরি সহীহ এবং তার বর্ণনাকারী ضبط ও إتقان (ভালভাবে আয়ত্বকরণ) এর ক্ষেত্রে উঁচু পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। **খ.** যে সমস্ত হাদীসগুলোর বর্ণনাকারী حفظ ও إتقان-এর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের তুলনায় নিম্নমানের। তবে সত্যবাদিতা ও হাদীস শাস্ত্রের সাথে ঘনিষ্টতার বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর চেয়ে কম নয়। **গ.** যে সমস্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস مردود বা প্রত্যাখাত বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং ইমাম মুসলিম র. বলেন, আমি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীস উল্লেখ করব এবং তৃতীয় শ্রেণীর হাদীস বর্ণনাকারীদের উল্লেখ করব না।[৩৩] উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাস দ্বারা ইমাম মুসলিম র.-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম হাকিম নিশাপুরী ও ইমাম বায়হাকীর অভিমত হলো, ইমাম মুসলিম র. একাধিক গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন, যার এক গ্রন্থে আলোচিত হবে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের লিপিবদ্ধ হাদীস; আর দ্বিতীয় গ্রন্থে আলোচিত হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীসসমূহ এবং তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীসের উপর তিনি কোন কিতাব রচনা করবেন না। তিনি এ ধারাবাহিকতায় প্রথম কিতাবটি রচনা করেন এবং দ্বিতীয় কিতাবটি লেখার পূর্বেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।[৩৪] এ সম্পর্কে কাযী ইয়াদ র. বলেন, মূলতঃ

বর্ণনাকারীদের চারটি শ্রেণী রয়েছে। উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী, আর চতুর্থ শ্রেণী ওই সমস্ত বর্ণনাকারী, যাদেরকে কিছু আলেম গ্রহণযোগ্য ও কতিপয় আলেম অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম মুসলিম র.-এর বর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীটি হবে মূলতঃ চতুর্থ শ্রেণী। এর পরে কাযী আয়ায র. বলেন, সহীহ মুসলিমে তিন শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস রয়েছে। ইমাম মুসলিম র. প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস মৌলিকভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস এনেছেন প্রথম শ্রেণীর হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে। কোথাও প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীসকেই মৌলিকভাবেই এনেছেন। এমনিভাবে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বর্ণনাকারীদের হাদীসও তিনি এনেছেন। তবে চতুর্থ শ্রেণীর বর্ণনাকারী, যাদেরকে তিনি তৃতীয় শ্রেণী সাব্যস্ত করেছেন, তাদের হাদীস তিনি পরিপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।[৩৫] তবে কেউ কেউ বলেন, উপরের বক্তব্য দ্বারা কাযী আয়ায়ের র. উদ্দেশ্য হলো, ইমাম মুসলিম র. কিতাবে বর্ণিত তিন শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করবেন। অথচ সেখানে তৃতীয় শ্রেণী হলো, **مجهول** তথা অজ্ঞাত বর্ণনাকারীদের। এ কারণে কাযী আয়ায র.-এর কথার উপর তাদের আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে।[৩৬]

৪. এ ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার র. কাযী আয়াযের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, মুল মতবিরোধ এ বিষয়ে যে, ইমাম মুসলিম র. প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের **متفرد** হাদীস যেমন মৌলিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনিভাবে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীসও গ্রহণ করেছেন কী? বলাবাহুল্য যে, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের **متفرد** বর্ণনা গ্রহণ করেননি, তাই এ বিষয়ে কাযী আয়াযের বিভ্রান্তি রয়েছে। তিনি মনে করেছেন যে, এ আলোচনা যে কোন হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত হাদীস তিনি এ কিতাবে উল্লেখ করেছেন কি না ? অথচ বাস্তবে তা নয়। তবে এটি ভিন্ন কথা যে, কখনও তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের হাদীসকেও একাধিক সনদ থাকলে কিংবা **إستشهاد** হিসেবে এনে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে হাফেয ইবন হাজার র. লিখেন যে, **و لو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثانى فى الأصول بل و فى المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه** 'তিনি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের সমস্ত হাদীস, **أصول** বা **متابعات** এর মধ্যেও উল্লেখ করতেন তাহলে কিতাব এর চেয়ে কয়েক গুণ বড় হত।'[৩৭] তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইমাম মুসলিম র. তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বর্ণনাকারীদের হাদীস কেন উল্লেখ করেন। এর বিভিন্ন উত্তর রয়েছে। যেমন,

ক. ইমাম মুসলিম র. এই শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে **إستشهاد** -এর ভিত্তিতে এনে থাকেন, মৌলিকভাবে নয়। হাঁ, কোথাও প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীর হাদীস না পেলে তখন মৌলিকভাবেও উল্লেখ করেছেন।

খ. অনেক বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি শেষ বয়সে এসে দুর্বল হয়ে যায়। যে কারণে কেউ কেউ তাদেরকে **ضعيف** (দূর্বল রাবী) বলেন। ইমাম মুসলিম র. এ ধরনের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া এবং **إختلاط** (সংমিশ্রণ) হওয়ার পূর্বের হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। যেমন, আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান মুসলিম শরীফের একজন বর্ণনাকারী। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, ২৫০ হিজরীর পর তাঁর স্মরণশক্তির মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। অথচ ২৫০ হিজরীর মধ্যে ইমাম মুসলিম র. তাঁর কিতাব লিখে শেষ করেছিলেন।

গ. **جرح مبهم** (অস্পষ্ট ত্রুটি বা দোষ) গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না তা সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

ঘ. ইমাম মুসলিম র. নিজেই এ শাস্ত্রের ইমাম। অন্যদের উক্তি তাঁর জন্যে দলীল নয়। তা ছাড়া তিনি বলেছেন যে, আমি এ কিতাবে সর্বসম্মত বর্ণনাকারীদের হাদীস বর্ণনা করব। উপরন্ত লেখা শেষ করে হাফিয আবূ যুর'আর পক্ষ থেকে তিনি সমর্থন ও সত্যায়নও লাভ করেছেন। তাই এ সমস্ত বিষয়ের পর কারও আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৮]

৫. **إتقان راوي** অর্থাৎ বলিষ্ট ও শক্তিশালী বর্ণনাকারী **حافظ** ও **متقن** (যথার্থ) হওয়া। তবে এটি আবশ্যকীয় শর্ত নয়।

৬. **ضبط** ও **ملازمة الشيخ** (শায়খের সাথে সার্বক্ষনিক সম্পৃক্ততা) এর দিক থেকে বর্ণনাকারীদের পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে। যথা:

(ا) كامل الضبط كثير الملازمة (ب) كامل الضبط قليل الملازمة (ج) ناقص الضبط كثير الملازمة (د) ناقص الضبط قليل الملازمة (هـ) ضعفاء و مجاهيل

ইমাম মুসলিম র. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীর সমস্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তৃতীয় শ্রেণীর হাদীস কখনও কখনও **إستشهاد** হিসেবে আনয়ন করেছেন।

৭. হাদীস জালকারীদের বর্ণনা সহীহ মুসলিমে নেই। ইমাম মুসলিম র. নিজেই বলেন,

أما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الاكثر منهم ، فلسنا نشاغل بتخريج حديثهم

'যে সমস্ত হাদীস এমন সব বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যারা সকল মুহাদ্দিস কিংবা অধিকাংশের মতে **متهم** (অভিযুক্ত) তাদের হাদীস এ সহীহ কিতাবে লিপিবদ্ধ করব না।'

৮. সহীহ মুসলিমে **منكر** হাদীস নেই। এ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম র. বলেন,

وكذلك من الغالب علي حديثه المنكر او الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم

'যাদের বেশীর ভাগ হাদীস 'মুনকার' বা গলত (ভুল) তাদের হাদীস বর্ণনা করা থেকেও আমি বিরত রয়েছি।'[৩৯]

৯. معنعن হাদীস: معنعن হাদীস ঐ হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসের বর্ণনাকারী إخبار ، **تحديث** বা **سماع** শব্দের পরিবর্তে **عن** শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করেন। তখন বর্ণনাকারী যার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার থেকে সরাসরি শোনা ও না শোনা উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমন হাদীসকে **متصل** বলা হবে না তবে **منقطع** [৪০] বলা যাবে। এক্ষেত্রে একটি অবস্থা এই যে, **عن** শব্দ যোগে যিনি বর্ণনা করেছেন এবং যার থেকে বর্ণনা করেছেন, উভয়ের মাঝে সাক্ষাত না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন, উভয়ে সমকালীন নন কিংবা সমকালীন হলেও অন্য কোন প্রমাণ ও লক্ষণের ভিত্তিতে তাদের সাক্ষাত না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে হাদীসটি **منقطع** বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, যিনি বর্ণনা করেছেন এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করছেন উভয়ে সমকালীন। ফলে উভয়ের মাঝে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সাক্ষাত না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় বর্ণনাকারী যদি **مدلس** [৪১] হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি **مدلس** না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।[৪২] যেমন বর্ণিত হয়েছে,

ক. এমন বর্ণনাকারীর সমস্ত বর্ণনা **متصل** বলে গণ্য হবে, যদিও উভয়ের মাঝে সাক্ষাত হওয়ার কোন প্রমাণ না থাকে। এটি ইমাম মুসলিম র.-এর সিদ্ধান্ত এবং তার দাবী হলো এটি **جمهور** বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের অভিমত।

খ. معنعن হাদীস এই শর্তে **متصل** বলে গণ্য হতে পারে যে, যিনি বর্ণনা করেছেন এবং যার থেকে বর্ণনা করেছেন উভয়ের মধ্যে কমপক্ষে একবার সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে। এটি ইমাম বুখারী র. ও তার উস্তাদ 'আলী ইবনুল মাদীনী র.-এর অভিমত। তবে এ অভিমত সম্পর্কে দু'টি বিষয় থাকতে হবে। যথা: প্রথম বিষয় হলো ইমাম বুখারী র. কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে উপরোক্ত শর্ত আরোপ করেননি বরং কোন হাদীসকে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার জন্য এ শর্ত মেনে চলেছেন।[৪৩]

তবে হাফিয ইবনু হাজার র. এ কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন,

ادى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ في هذا الدعوى، بل هذا الشرط في أصل ألبخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك

'তবে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, ইমাম বুখারী র. তাঁর **جامع** (বুখারী শরীফের) মধ্যে হাদীস সংকলন করার জন্যে এ শর্তকে আবশ্যক করেছেন, মৌলিকভাবে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যে নয়। তার এ দাবী সম্পূর্ণ ভুল। বরং ইমাম বুখারী র.-এর মতে মৌলিকভাবে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যেও এটি শর্ত। তবে তিনি তার 'তারীখ গ্রন্থের' মধ্যে মৌলিকভাবে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্যেও এটি শর্ত। তিনি তার তারীখের মধ্যে শুধু এ কারণকেই অনেক হাদীসে **معلول** সাব্যস্ত করেছেন।'[৪৪] দ্বিতীয় বিষয় হলো যা মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী উল্লেখ করেছেন যে, শুধুমাত্র একবার সাক্ষাত হওয়াই শর্ত। তিনি এ ক্ষেত্রে হাদীস শ্রবণ করার শর্ত আরোপ করেন নাই। তবে ইমাম আবূ যুর'আ র. সাক্ষাতের সঙ্গে হাদীস শ্রবণ করার শর্তও আরোপ করেন।

গ. এ ব্যাপারে ইমাম কাবেসী র.-এর অভিমতে সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে إدراك بين (সামনাসামনি দর্শন)ও আবশ্যক।

ঘ. আবূ মুযাফফার সাম'আনী র.-এর অভিমতে দীর্ঘ সান্নিধ্যও জরুরী।

ঙ. তবে কেউ কেউ বলেন, বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হলে **معنعن** হাদীস **منقطع** বলে সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়ে মোট ছয়টি মত রয়েছে। তবে ইমাম আবূ যুর'আর মতটি পৃথক গণ্য করা হলে মোট সাতটি অভিমত সৃষ্টি হবে। তবে এ বিষয়ে মুল মতানৈক্য ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র.-এর মধ্যে। ইমাম বুখারী র. বলেন, যদি শ্রবণ করার শর্তারোপ না করা হয় তাহলে **إنقطاع** এর সম্ভাবনা থেকে যায়। পক্ষান্তরে একবার সাক্ষাত প্রমাণিত হলে শ্রবণ করার সম্ভাবনাটি প্রবল হয়ে যায়। আর এ সব বিষয়ে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু সমকালীন হওয়ার দ্বারা এরূপ প্রবল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে না। ইমাম মুসলিম র.-এরূপ কথাও বলেছেন যে, এটি পূর্ব যুগের সমস্ত মুহাদ্দিসের মত থেকে ভিন্ন নতুন উদ্ভাবিত একটি মত। পূর্ব যুগের ওলামায়ে কেরাম সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা সহ সমকালীন হওয়াকে যথেষ্ট মনে করতেন।[৪৫] ইমাম মুসলিম র. তাঁর এ কথাকে প্রমাণিত করার জন্যে সহীহ মুসলিমের ভূমিকার শেষে এমন

অনেক হাদীস উপস্থাপন করেছেন, যেগুলো **معنعن** হওয়া সত্বেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম শুধু সমকালীন হওয়ার কারণে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম র. দ্বিতীয় কথা এভাবে বলেছেন, যে কারণ এবং যে উপকারিতাকে সামনে রেখে সাক্ষাতের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, শর্ত পাওয়া গেলেও তা লাভ হবে না। অর্থাৎ একবার সাক্ষাতের পরও **إنقطاع**-এর সম্ভাবনাও রয়ে যায়। কারণ হতে পারে, বর্ণনাকারী যার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার থেকে কিছু হাদীস সরাসরি শুনেছেন আর অবশিষ্টগুলো সরাসরি না শুনে **عن** শব্দযোগে বর্ণনা করছেন। তাই প্রতিপক্ষের উচিত, তারা কেবল ঐ সমস্ত হাদীস গ্রহণ করবেন, যেগুলোর মধ্যে সরাসরি শ্রবণ করা প্রমাণিত রয়েছে। এ অবস্থায় বড় সমস্যা দেখা দিবে যে, তখন হাদীসের উল্লেখযোগ্য একটি ভাণ্ডার অগ্রহণযোগ্য রয়ে যাবে। তাই হাফিয ইবন হাজার র. বলেন,

من حكم على المعنعن بالإنقطاع مطلقا شدد و يليه من شرط طول الصحبة و من إكتفى بالمعاصرة سهل و الوسط الذى ليس بعده إلا التعنت ، مذهب البخارى

'যারা **معنعن** হাদীসকে সর্বাবস্থায় **منقطع** বলেছেন তারা কঠোরতা করেছেন। এমনিভাবে যারা দীর্ঘ সান্নিধ্যের শর্ত লাগিয়েছেন তারাও কঠোরতা করেছেন। আর যারা শুধু সমকালীন হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেছেন, তারা শিথিলতা করেছেন। তবে মধ্যমপন্থা হলো ইমাম বুখারী র.-এর মযহাব।'[৪৬]

ইমাম বুখারী র.-এর উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনি যে পন্থার কথা বলেছেন তা **تدليس**-এর পন্থা। তবে **مدلس** এর **عنعنة** সর্বসম্মতিক্রমে অগ্রহণযোগ্য। আর আলোচিত বিষয়টি হলো, **غير مدلس** বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে। বিধায় এ ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ইমাম নববী র. ইমাম মুসলিম র.-এর প্রথম কথাটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মত এটিই, যেটি ইমাম বুখারী র. গ্রহণ করেছেন।[৪৭]

সহীহ মুসলিম গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা

সহীহ মুসলিম গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ হাদীস বিশারদগণের বিশ্লেষণে বিভিন্ন অভিমত উপস্থাপিত হলো:

এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম র. নিজেই বলেন, **صنفت هذا ،المسند الصحيح ، من ثلث مأة ألف حديث مسموعة** 'আমি এই 'আল-মুসনাদুস সহীহ' গ্রন্থকে আমার শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে লিপিবদ্ধ করেছি।'[৪৮]

ইমাম মুসলিমের ছাত্র আহমাদ ইবন সালিমার মতে, সহীহ মুসলিমে হাদীসের সংখ্যা ১২০০০ (বার হাজার)। এ প্রসঙ্গে শামসুদ্দীন আয-যাহাবীও বলেন, পুনঃ পুনঃ বর্ণিত (تكرار) তাকরার হাদীস ১২০০০ হাদীস হবে। যেমন এ সম্পর্কে শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, **حدثنا قتيبة، و أخبرنا ابن رمح يعد ان حديقين ، إتفق لفظهما أو اختلف في كلمة**-'আমাকে কুতায়বাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাকে ইবন রুমহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি হাদীসকে গণ্য করা হয়। হাদীস দু'টির শব্দ একই ধরনের হলে অথবা শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দু'টিকেই পৃথক পৃথক হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়।'[৪৯]

আবূ হাফস মাইয়ানেজী র. বলেন, এতে আট হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ তাহের জাযায়িরী র., শায়খ ইবন সালাহ র., ইমাম সুয়ূতী র. ও মুহিউদ্দীন নববী র.-এর মতে পুনরাবৃত্তি হাদীস ছাড়া এতে চার হাজার মূল হাদীস রয়েছে।[৫০] এ ব্যাপারে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনু হাজার 'আসকালানী বলেন, এ ধরনের বক্তব্য বেশ বিভ্রান্তকর। তবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য ও উক্তির মধ্যে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্নমুখী বক্তব্য থাকা সত্বেও সে সবের মধ্যে আসলেই কোন বিরোধ নেই। কেননা হতে পারে বিভিন্নমুখী উক্তির মধ্যে প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা। যে কারণে বিভিন্নমুখী বক্তব্য ও সংখ্যা এসেছে। তবে সাম্প্রতিক কালে মিশরের বিখ্যাত আলেম মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী সহীহ মুসলিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হাদীসের উপর নম্বর সংযোজন করেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, সহীহ মুসলিমে পুনরাবৃত্তি ছাড়া হাদীস সংখ্যা হচ্ছে ৩০৩৩ টি।[৫১] ড. খলীল মোল্লা খাতিরও অনুরূপভাবে হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন ৪৬১৬ টি। প্রাচ্যবিদ ওয়ানসাক সহীহ মুসলিমের প্রত্যেকটি বাবের হাদীস গণনা করে সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন ৫৭৮১ টি।[৫২] এ ব্যাপারে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. (মৃত. ৯১১ হি.) বলেন, **وافق مسلم البخارى علي تخريج ما فيه إلا ثلاث مأة و عشرين حديثاّ** 'ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে হাদীস বর্ণনায় ৩২০ টি হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট হাদীসে ইমাম বুখারীর র. আল-জামি' গ্রন্থে অনুরূপ হাদীসই উল্লেখ করেছেন।'[৫৩]

ইমাম মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত হাদীস ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা ৪০০০ (চার হাজার)। এ ব্যাপারে Dr. Muhammad Zubayer Siddiqi বলেন, In order to compile this book, Muslim examined 300,000 traditions out of which he picked up only 4000 about the genuineness of which the traditions were unanimous; and included them in his Sahih. 'ইমাম মুসলিম তিন লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে সর্বসম্মতভাবে চার হাজার হাদীস নির্ভুল ও সঠিক বলে নির্বাচিত করে তার গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।'[৫৪]

সহীহ মুসলিমের অধ্যায় ও শিরোনাম

ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ গ্রন্থের মধ্যে تراجم বা অধ্যায়-শিরোনাম নির্ধারণ না করা একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। তার এ ধরনের নির্ধারণ না করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থের কলেবর যেন বৃদ্ধি না পায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল তার সহীহ গ্রন্থের মধ্যে যেন সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস অন্তর্ভূক্ত না হয়। এ ব্যাপারে ইমাম নববী র. বলেছেন যে, ইমাম মুসলিম র. যদিও تراجم বা অধ্যায়-শিরোনাম নির্ধারণ করেননি, তথাপি শিরোনামের ভিত্তিতেই তিনি সহীহ গ্রন্থকেই বিন্যস্ত ও সজ্জায়ন করেছেন। তাই পরবর্তী যুগের বরেণ্য আলেমগণ সহীহ গ্রন্থে অধ্যায়-শিরোনাম স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববী র. বলেন, আমি এ গ্রন্থে অতি-উৎকৃষ্টমানের অধ্যায়-শিরোনাম স্থাপনের চেষ্টা করেছি।[৫৫] কিন্তু আল্লামা তকী ওসমানী র. বলেন, এ মহান ইমাম ও তার সহীহ গ্রন্থের মর্যাদার উপযোগী تراجم বা অধ্যায়-শিরোনাম এখনও যথার্থভাবে স্থাপন সম্ভব হয়নি। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন যোগ্য বান্দাকে এ গ্রন্থের যথার্থ ও মানোপযোগী অধ্যায়-শিরোনাম স্থাপনের সক্ষমতা দান করবেন। [৫৬]

সহীহ মুসলিম ও জামি' গ্রন্থ

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসের ঐ কিতাবকে جامع (জামি') বলা হয় যে হাদীস গ্রন্থে আটটি বিষয়ের ভিত্তিতে হাদীস সজ্জিত থাকে। আল্লামা কাশমিরী র. নিম্ন কবিতার মাধ্যমে সে আটটি বিষয় তুলে ধরেছেন। যা নিম্নরূপ:

سیر و آداب * تفسیر و عقائد
رقاق و آحکام * آشراط و مناقب

'(জামি' এর আটটি বিষয় হলো:) সিয়ার, আদাব, তাফসীর,'আকাঈদ ও রিকাক, আহকাম, আশরাত ও মানাকিব।'[৫৭]
এ সংজ্ঞার আলোকে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী র. বলেন, সহীহ মুসলিমকে جامع (জামি') বলা যাবে না। কারণ, এর মধ্যে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস খুব কম।[৫৮] পক্ষান্তরে 'কামুস' গ্রন্থকার ইবন হাজার আল-'আসকালানী র.-এর উস্তাদ শায়খ মাজদুদ্দীন সিরাজী [মৃ. ৮০৬ বা ৮০৭ হি.] সহীহ মুসলিমকে جامع (জামি') বলেছেন। এ সম্পর্কে তার এক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন,

ختمت بحمد الله جامع مسلم * بجوف دمشق الشام جوف الإسلام

'আল-হামদুলিল্লাহ! আমি জামি' মুসলিম সমাপ্ত করলাম। ইসলামের জঠর সিরিয়ার দামেস্ক নগরীতে।'[৫৯] মোল্লা আলী কারীও র. মেশকাত শরীফের ভাষ্য গ্রন্থে সহীহ মুসলিমকে جامع (জামি') বলেছেন। তাই তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, و له مصنفات جليلة غير جامعه جامع ছাড়াও তাঁর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে।[৬০] হাজী খলফাও 'কাশফুয যুনূন' এ 'জীম' বর্ণের অধীনে আলোচনায় সহীহ মুসলিমকে جامع (জামি') বলেছেন। যেমন এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج[৬১] আল্লামা শিব্বীর আহমাদ ওসমানী র. ও নবাব সিদ্দীক হাসান খানও এ ব্যাপারে শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী র.-এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন যে, সহীহ মুসলিম জামি' গ্রন্থ।[৬২]

তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের জওয়াব

তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের স্বল্পতার প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস মুলতঃ কমই। তবে বুখারী শরীফে বাহ্যিকভাবে তাফসীর বিষয়ক হাদীসের পরিমাণ বেশী দেখা যায় বটে তবে এর কারণ হলো, বুখারী শরীফে হাদীসের পুনরাবৃত্তি ও আভিধানিক উক্তি অনেক বেশী পরিমাণ রয়েছে এবং أثر موقوف ও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। আর এক্ষত্রে ইমাম মুসলিম র. এগুলো বর্ণনা করা থেকে অনেক বেশী বিরত থাকেন। দ্বিতীয় উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, তাফসীর বিষয়ে যত مرفوع[৬৩] ও مسند হাদীস রয়েছে, তার যথেষ্ট পরিমাণ মুসলিম শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। তবে সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তৃতীয় উত্তর এভাবে বলা যায় যে, তাফসীর বিষয়ক হাদীস পরিমাণে কম হওয়া 'জামি'

হওয়ার পরিপন্থী নয়। কারণ, 'জামি' সুফইয়ান সাওরী' ও 'জামি' সুফইয়ান ইবন উয়াইনা' সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের প্রথম 'জামি' গ্রন্থসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। অথচ সেগুলোর মধ্যে তাফসীর সম্পর্কিত হাদীস অনেক কম।[৬৪]

সহীহ মুসলিমের হাদীসের বিশুদ্ধতা

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসসমূহকে বিশুদ্ধ হাদীস বলে গ্রহণ করেছেন। আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইস্পারায়ীন (মৃ. ৪১৮ হি.) বলেন, হাদীস বিষয়ে অভিজ্ঞ মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ অকাট্যভাবে মহানবীর হাদীস হিসেবেই প্রমাণিত। কোন কোন হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও তা শুধুমাত্র বর্ণনা পরস্পরায় ও রাবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা হাদীসের মতনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি। হাফিয ইবন সালাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) এ সম্পর্কে বলেন,

جميع ما حكم مسلم بصحّته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصجّته، والعلم النظرىّ حاصل بصحّته في الامر نفسه ، و هكذا ما حكم البخارى بصحّته فى كتابه، و ذلك لانّ الأمّة تكفّلت ذلك بالقبول ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ووفاقه فى الإجماع

'মুসলিম র. তাঁর এ কিতাবের যে সব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন তা বিশুদ্ধ হিসেবেই চূড়ান্ত। আর যুক্তির দৃষ্টি কোন থেকেও এগুলো বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী র. তাঁর কিতাবের যে হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন সে হাদীসও বিশুদ্ধ হিসেবে চুড়ান্ত। কেননা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এটাকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমন কতিপয় ব্যক্তির মতামত এখানে অগ্রহণযোগ্য যাদের বিরোধীতায় বা ঐক্যমত্যে ইজমা' এর ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।'[৬৫]

ইবনুস সালাহ আরও বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. যে সব হাদীসের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন ঐ সব হাদীসই চূড়ান্তভাবে সহীহ হিসেবে গৃহীত। আর তার দ্বারা প্রমাণ ভিত্তিক 'ইলমে ইয়াকিনী' অর্জিত হয়। তবে কেউ কেউ এর বিপরীত মত উপস্থাপন করে বলেন, মুলতঃ হাদীস দ্বারা যন[৬৬] বা ধারণা প্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়। সমগ্র উম্মতের সিদ্ধান্ত এই যে, যন্নী 'ইলম আমলের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তবে কখনও কখনও যন দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত পর্যবসিত হয়ে থাকে।[৬৭] ইবনুস সালাহ এ ক্ষেত্রে মন্তব্য করেন যে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ ও সঠিক। কেননা, যারা ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত তাদের যন বা ধারণা প্রসূত সিদ্ধান্ত ভুলে পর্যবসিত হয় না। আর সমগ্র উম্মতের ইজমা' ভুল থেকে মুক্ত। আর এ কারণেই ইজতেহাদের উপর নির্ভরশীল ইজমা' অকাট্য দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। এ ছাড়া 'আলিমগণের অধিকাংশ ইজমা' ও এরূপ।[৬৮] এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিম র. যে সব হাদীস তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সেগুলো চূড়ান্ত বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত। কারণ স্বল্প সংখ্যক সমালোচক ছাড়া সমগ্র উম্মত তাদের গ্রন্থদ্বয়কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। [৬৯]

সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সাধারণত সকল লেখক ও সংকলকদের এ চেষ্টা থাকে যে তার প্রণীত গ্রন্থ যেন অন্যান্য সকল গ্রন্থ থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম প্রণীত সহীহ মুসলিমে এ চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। সহীহ মুসলিমে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্যান্য হাদীসের সংকলন ও গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিভূষিত করেছে। এ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

১. **সহীহ মুসলিমের জ্ঞানার্জন খুবই সহজ:** ইমাম মুসলিম র. প্রত্যেকটি হাদীসকে তার উপযুক্ত ও যথার্থ স্থানে বর্ণনা করেছেন এবং একই স্থানে সে হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করেছেন। অথচ এ সব ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী র. হাদীসের মধ্যে পূর্বাপর সংক্ষেপ ও উহ্য করে থাকেন। ফলে কোন কোন সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. **শব্দের বিভিন্নতা উল্লেখ:** মুহাদ্দিসগণের কারও কারও নিকট কোন হাদীস দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর সূত্রে পৌঁছলে, যার বিষয়বস্তু এক কিন্তু শব্দ ভিন্ন, সে ক্ষেত্রে তার জন্যে উভয়টিকে এক সনদে এনে এক বর্ণনাকারীর শব্দে বর্ণনা করা জায়েয রয়েছে। কিন্তু উত্তম হলো বর্ণনাকারী যে সনদে যে শব্দে শুনেছে তা চিহ্নিত করা। আর এক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম র. উত্তম পন্থাটিই গ্রহণ করেছেন। যেমন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, **حدّثنا فلان و فلان واللفظ لفلان**

৩. **সন্দেহ নিরসন:** কখনও একই শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একই নামের একাধিক বর্ণনাকারী থাকে। তখন পার্থক্য করার জন্য বংশ বা সম্বন্ধ যোগ করতে হয়। এমনিভাবে কখনও কোন শব্দের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. এ কাজটি অবশ্যই করে থাকেন যে, তারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন কোন শব্দ যোগ করেন, যার দ্বারা বোঝা যায় যে ব্যাখ্যামূলক শব্দটি তারা যোগ করেছেন। এটি তাদের শায়খের কোন শব্দ নয়। যেমন এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, **حدّثنا عبد الله بن سلمة حدّثنا سليمان يعني إبن بلال عن يحيي و هو إبن سعيد** এখানে **إبن بلال** এবং **و هو إبن سعيد** উপরিউক্ত উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪. أخبرنا ও حدّثنا **এর পার্থক্য:** মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষাদানের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো উস্তাদ হাদীস পাঠ করবে এবং ছাত্র শুনবে। অপরটি এর বিপরীত। অর্থাৎ, ছাত্র হাদীস পাঠ করবে এবং উস্তাদ শুনবে। ইমাম মুসলিম র.-এর মাযহাব হলো ছাত্র উস্তাদ থেকে শুনলে حدّثنا শব্দ ব্যবহার করবে এবং ছাত্র উস্তাদকে হাদীস পাঠ করে শুনালে أخبرنا শব্দ বলবে। তাঁর মতে أخبرنا এর জায়গায় حدّثنا শব্দ, কিংবা حدّثنا এর জায়গায় أخبرنا শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ী' ইবন জুরাইজ, আওযায়ী, ইবন রজব ও أهل شرق (প্রাচ্যের) অধিকাংশ আলেমের মতও এটিই। কিন্তু ইমাম বুখারী র.-এর মতে উভয় শব্দের মধ্যে এ ধরনের কোন পার্থক্য নেই। ইমাম জুহরী, ইমাম মালেক, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা এবং ইয়াহইয়া ইবন মা'য়ীন র.-এর মতও একই।[৭০] বলা বাহুল্য যে, ইমাম মুসলিম র.-এর মতই অধিকতর সতর্কতামূলক পন্থা।

৫. أثر ও تعليق[৭১] **এর স্বল্পতা:** ইমাম মুসলিম র. যেহেতু মাসআলা উদ্ভাবন করেন নাই; তাই তার কিতাবে موقوف أثر ও تعليق খুবই কম পাওয়া যায়। আর থাকলেও তা تابع ও إستشهاد হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী র. এগুলো মৌলিকভাবে ব্যবহার করে থাকেন।

৬. **পূর্ণ হাদীসের উল্লেখ:** ইমাম মুসলিম র. তার এ গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে হাদীস সংক্ষিপ্ত না করে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭২]

৭. **তাহবীল (تحويل) সনদের উল্লেখ:** ইমাম মুসলিম র. একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নতুন ইসনাদ বর্ণনা করতে যেয়ে 'হা' ح অক্ষর দ্বারা তাহবীল (تحويل) সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৮. رباعيات **হাদীসের উল্লেখ:** সহীহ মুসলিমে ثلاثيات হাদীস নেই। তবে এ গ্রন্থে رباعيات হাদীসের সংখ্যা আশিটির উর্ধ্বে রয়েছে।

৯. **বর্ণনাকারীদের নাম সংরক্ষণ:** শামের বর্ণনাকারীদের হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী র.-এর কখনও কখনও বিচ্যুতি হয়েছে। একই বর্ণনাকারীর নাম ও উপনামকে তিনি দুই ব্যক্তি মনে করেছেন। এর কারণ হলো শামের মুহাদ্দিসগণের হাদীসসমূহ তিনি مناولة এর পদ্ধতিতে পেয়েছেন। কিন্তু এ ধরনের বিষয় ইমাম মুসলিমের হয়নি।

১০. رواية باللفظ **(শব্দভিত্তিক বর্ণনা):** ইমাম মুসলিম র. নিজের শহরে বসে সহীহ মুসলিম সংকলন করেন। সে সময় তাঁর অনেক শায়খই জীবিত ছিলেন। তিনি শব্দের পূর্বাপরের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সংকলন করার সুযোগ পান। তাই তিনি رواية بالمعنى (অর্থের বর্ণনা) না করে رواية باللفظ (শব্দের বর্ণনা) করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী র. তাঁর কিতাবটি বিভিন্ন দেশ ও শহরে রচনা করেছেন এবং নিজের স্মরণ শক্তির ওপর তাঁকে বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। এ কারণে কখনও কখনও তাঁর থেকে উস্তাদের শব্দ ছুটে গিয়েছে।[৭৩]

১১. **অভিনব সজ্জায়ন পদ্ধতি:** সহীহ মুসলিমে হাদীস সংকলন ও সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার ও অনির্বাচনীয়। তিনি তার গ্রন্থকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী র.-এর ন্যায় তিনি সেগুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করেননি। বরং তিনি এগুলো পাঠকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যায়গুলোর (বাবগুলোর) শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ইমাম নববী র. গৃহীত শিরোনামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৭৪]

১২. **মুকাদ্দিমার উল্লেখ:** ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ গ্রন্থের শুরুতে একটি সুবিস্তৃত মুকাদ্দিমাহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ, হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি ও এ গ্রন্থ সংকলনে তার শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

১৩. **পূর্ণ হাদীস উপস্থাপন:** ইমাম মুসলিম র. তার গ্রন্থে পূর্ণ হাদীস একই সাথে বর্ণনা করেছেন। তবে আংশিক বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেননি; বরং একই হাদীস একাধিক সনদে একই স্থানে একত্রিত করেছেন।

১৪. **ফিকহী তারতীব:** ইমাম মুসলিম র. তাঁর সহীহ গ্রন্থটি ফিকহ শাস্ত্রের তারতীব অনুসারে সাজিয়েছেন। এ কারণে গ্রন্থটিকে সুনান বলেও অভিহিত করা হয়। তবে এতে তাফসীর অধ্যায়টি স্বল্প পরিসরে স্থান লাভ করায় এটিকে জামি' বলা হয় না।[৭৫]

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ (শরাহ গ্রন্থ)

প্রাচীন ও অধুনা সমস্ত যুগের হাদীস শাস্ত্রের 'আলিম ও ইমামগণ সহীহ মুসলিমের মর্যাদা ও গুরুত্বের ভিত্তিতে নানাভাবে কাজ করেছেন। তারা مستخرجات ، شروحات (ভাষ্যগ্রন্থ), رجال (হাদীস বর্ণনাকারীদের বৃত্তান্ত), تلخيصات (সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ) ও حواشي (পাদটীকা) ইত্যাদি প্রণয়ন করেছেন। কতিপয় লেখক এর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত তালিকাও উপস্থাপন করেছেন।

তবে দামেস্কের বিশিষ্ট আলিম আল্লামা বাদীউস সাইয়েদ আল-লাহামের তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ বলা যায়। তালিকাটি **الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج**-এর ভূমিকায় লিখিত হয়েছে। তাতে তিনি মৃত ও সমকালীন ভাষ্যকারগণসহ মোট ৮৪ টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কতিপয় ভাষ্যগ্রন্থের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

১. **আল-মুসনাদুস সহীহুল মুসতাখরিজু 'আলা সহীহ মুসলিম (المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم):** আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-ইসফারাইনী (মৃত. ২৮৬ হি.) কৃত প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত একটি উন্নত মানের মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ।

২. **রিজালু সহীহ মুসলিম (رجال صحيح مسلم):** আহমাদ ইবন আলী আল-ইসফাহানী (মৃ. ৪২৮ হি.) কর্তৃক প্রণীত সহীহ মুসলিম গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ।

৩. **মুখতাসারু মুসলিম (مختصر مسلم):** আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ৫২৪ হি.) কৃত এ শরাহ গ্রন্থটি মুসলিম শরীফের অতি উন্নত মানের ভাষ্যগ্রন্থ।

৪. **আল-মুফহিমু ফী শারহি গরীবে মুসলিম (المفهم في شرح غريب مسلم):** এ শরাহ গ্রন্থটি ইমাম 'আব্দুল গাফির ইবন ইসমা'ঈল আল-ফারেসী (মৃ. ৫২৬ হি.) প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি সহীহ মুসলিমের গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন।[৭৬]

৫. **আল-মু'আল্লিমু ফী ফাওয়াইদি মুসলিম (المعلّم في فوائد مسلم):** আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন আবী তামীম আল-মাযারী (মৃ. ৫৩৬ হি./১১৪১ খৃ.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ শরাহ গ্রন্থটির হস্তলিপি প্যারিসের আল-মাকতাবাতুল কাবীর, ইস্তাম্বুলের আস-সুলাইমানিয়া, আহমাদ আস-সালিস গ্রন্থাগারে, কায়রো এর আল-আযহার এবং দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৭৭]

৬. **ইকমালুল মু'আল্লিম ফী ফাওয়াইদি মুসলিম (إكمال المعلّم في فوائد مسلم):** এ গ্রন্থটি কাযী 'আয়ায (মৃ. ৫৪৪ হি./১১৪৯ খৃ.) রচনা করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইমাম মাযারী প্রণীত **العلم** গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দান করেছেন।[৭৮]এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি দাশেকের 'মাকতাবাতুয যাহিরিয়্যাহ, তিউনিসিয়ার 'জামিউ' আয-যায়তুনিয়্যাহ সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

৭. **আল-মুফসিহুল মুফহিমু ওয়াল মুওযিহুল মুলহিমু লি মা'আনিই সহীহ মুসলিম (المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم) :** আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আল-আনসারী (মৃ. ৬৪৬ হি.) রচিত মুসলিম শরীফের এ ভাষ্য গ্রন্থটি একটি উন্নত মানের শরাহ।

৮. **তালখীসু সহীহ মুসলিম (تلخيص صحيح مسلم):** যিয়াউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন ওমর আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৫৬ হি.) বিরচিত মুসলিম শরীফের এ শরাহ গ্রন্থটি একটি অন্যতম ভাষ্যগ্রন্থ।

৯. **আল-মুফহামু লাম্মা আশকালা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম (المفهم لمّا أشكل من تلخيص كتاب مسلم):** এটি আবূল আব্বাস আহমাদ ইবন 'ওমর ইবন ইবরাহীম আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৫৬ হি./১২৫৮ খৃ.) কর্তৃক রচিত। ইমাম কুরতুবী র. সহীহ মুসলিম গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে তারই এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এতে হাদীসের জটিল অংশের ব্যাখ্যা করেছেন, ইরাবের সূক্ষ্ম দিকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হাদীসের দলীল গ্রহণের দিকগুলো আলোচনা করেছেন।[৭৯] তবে এ কিতাবের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি দামেশকের 'আল-মাকতাবাতুস যাহিরিয়্যাহতে সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া হালব, কায়রো, রাবাত, বসরা ও মদীনা মুনাওয়ারার গ্রন্থাগারেও এর পান্ডুলিপি জমা আছে। ইমাম নববী র. তাঁর শরাহ গ্রন্থে এ গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৮০]

১০. **আল-মিনহাজ শারহে সহীহী মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): এটি** 'আল্লামা ইমাম আবূ জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্দীন নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) কৃত শারহে মুসলিম। এ প্রসিদ্ধ শরাহ গ্রন্থটি অধিকাংশ মুসলিম দেশে সবচেয়ে ব্যাপক সমাদর ও প্রসার লাভ করেছে।

১১. **ইখতিয়ারাতু মিনাল মিনহাজি শারহে সহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ লিন নববী (إختيارات من المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووى):** এটি আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-আনসারী (মৃ. ৭২৪ হি.) কৃত সহীহ মুসলিমের একটি উন্নতমানের ভাষ্যগ্রন্থ।

১২. **আর-রুবা'ঈয়াতু মিন সহীহ মুসলিম (الرباعيات من صحيح مسلم):** এ গ্রন্থটি আমীনুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (মৃ. ৭৩৫ হি.) কৃত রুবা'ঈয়াত হাদীসের উপর একটি দুর্লভ গ্রন্থ।

১৩. **ইকমালু ইকমালিল মু'আল্লিম (إكمال إكمال المعلّم)** : এ শরাহ গ্রন্থটি আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন খালিফাহ আল-উশতানী আল-মালিকী (মৃ. ৭২৭ হি.) কৃত সহীহ মুসলিমের অন্যতম ভাষ্যগ্রন্থ। শরহে নববী, ইমাম মাযারী, আল্লামা কুরতুবী ও কাযী আয়াজ কৃত গ্রন্থ থেকে এর মূল উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

১৪. **মুকাম্মালু ইকমালি ইকমাল (مكمّل إكمال إكمال)**: এটি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (মৃ. ৮৯২ হি.) রচিত একটি পরিপূর্ণ শরাহ গ্রন্থ।

১৫. **আদ-দিবাজু 'আলা সহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج)**: এটি আল্লামা সুয়ুতী (মৃ. ৯১১ হি.) রচিত সহীহ মুসলিমের উপর একটি উন্নত মানের শরাহ গ্রন্থ।

১৬. **'ইনায়াতুল মিলকিল মুন'ঈম লি শারহে সহীহ মুসলিম (عناية الملك المنعم لشرح صحيح مسلم)**: 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আফিন্দী যাদাহ (মৃ. ১১৬৭ হি./১৭৫৩ খৃ.) সহীহ মুসলিমের একটি শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন। এর একটি কপি ইস্তাবুলের মাকতাবাতু নূরে 'উসমানিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত কপি আল-মাকতাবাতুল হামীদীয়্যাতে সংরক্ষিত আছে।[৮১]

১৭. **আস-সিরাজুল ওহহাজ মিন কাশফি মাছালিবি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (السراج الوهاج من كشف مثالب مسلم بن الحجاج)**: নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (মৃ. ১৩০৭ হি./১৮৯০ খৃ.) কৃত শরাহটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

১৮. **ফাতহুল মুলহিমে বি শারহি সহীহ মুসলিম (فتح الملهم بشرح صحيح مسلم)**: আল্লামা শিব্বীর আহমাদ দেওবন্দী ওসমানী (মৃ. ১৩৫৩ হি.) কর্তৃক প্রণীত এটি একটি উন্নতমানের ভাষ্যগ্রন্থ। ভারতবর্ষের সুরাটের ঢাবিল জামি'আ ইসলামিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস এবং দারুল 'উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা শিব্বীর আহমাদ ওসমানী দেওবন্দী কৃত মুসলিম শরীফের শরাহটি যথেষ্ট বিস্তৃত। এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত এবং বিজনোরের মদীনা প্রেস এবং জলন্ধরের ভানদা প্রেস থেকে এর বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।[৮২]

১৯. **তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম (تكملة فتح الملهم)**: মুফতি মুহাম্মদ তকী ওসমানী কৃত এ গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এবং এটি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

উপসংহার

সহীহ মুলিম ইমাম মুসলিমের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদগণের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাই ও চয়ন করে তাঁর এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন। ইমাম মুসলিম কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ মনে করে তাঁর এ গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেননি বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকটও পরামর্শ চেয়েছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে একমত হয়েছে, কেবলমাত্র সেই হাদীসই তিনি এ অমূল্য গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। ইসলামী শরী'আহর বহু বিষয় এ গ্রন্থখানাকে অবলম্বন করে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং যুগ যুগ ধরে এভাবে হতে থাকবে। তাই এ গ্রন্থটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যত চর্চা হবে, মানুষ এ গ্রন্থ থেকে তত সঠিক ইসলামী শিক্ষা লাভে ধন্য হতে পারবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড (বৈরুত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ খৃ./১৪১৭ হি.), পৃ. ৫৭২; মুহাম্মদ আবূ যাহু, মুহাম্মদ আবূ যহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ১৯৮৪ খৃ./ ১৪০৪ হি.), পৃ. ৩৫৬।

২ প্রাগুক্ত।

৩ ড. সুবহী সালিহ, 'উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহহু (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাইন, ১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ৩৬৮।

৪ আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল*, ১৮শ খণ্ড (বৈরুত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮০ খৃ./১৪০০ হি.), পৃ. ৭৩ ; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৯৭ খৃ./১৪১৭ হি.), পৃ. ৯৯ ।

৫ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ,৫৬৬- ৫৬৮ ; ইবন খাল্লিকান,*ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১৯৪ ; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা.বি.) পৃ. ১০১ ; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৫৮৯।

৬ *The Encyclopaedia of Islam,* Vol. 3, (Leeden: E. J. Brill, 1971), p. 757.

৭ ইয়াহইয়া আন-নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১২২।

৮ *সহীহ মুসলিম*, *কিতাবুস সালাত*, *বাবুত তাসাহহুদ*, ১ম খণ্ড (আল-মানসুরাহ, জামে' আল-আজহার : মাকতাবাতুল ঈমান, তা.বি.) পৃ. ৪১৭।

৯ **ثقة (ছিকাহ)**: হাদীসের যে বর্ণনাকারীর মধ্যে 'আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে ছিকাহ রাবী বলে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড (বাংলা) (ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ২৫।

১০ ইমাম মুসলিম, *মুকাদ্দিমায়ে নববী*, (আল-মানসুরাহ, জামে' আল-আজহার : মাকতাবাতুল ঈমান, তা.বি.) পৃ. ৫ ; উছমান ইবন 'আব্দিস সালাহ বি ইবনস সালাহ, *'উলুমুল হাদীস* (বৈরুত: দারুল ফিকার, ১৯৮৬ খৃ./১৪০৬ হি.), পৃ.২০।

[১১] **মুহাম্মদ তকী ওসমানী:** মুহাম্মদ তকী ওসমানী ইসলামী আইন বিশারদ এবং আল-কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি এবং তুলনামূলক ধর্মের ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানীয় পণ্ডিত। তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ইসলামী আদর্শ পরিষদের সদস্য, ১৯৮১ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ফেডারেল শরীয়াত আদালতের বিচারক এবং ১৯৮২ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পাকিস্থান সুপ্রিম কোর্টের শরীআহ আপিল বেঞ্চের বিচারক ছিলেন। ২০২০ সালে, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে নির্বাচিত হন। দ্রষ্টব্য: *en.wikipedia.org/wiki/Taqi_Usmani.*

[১২] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬৮ ।

[১৩] জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড (মিশর : দারু তাইয়েবা, তা. বি.), পৃ. ৩৭৮।

[১৪] *তারীখু বাগদাদ*, ৩১শ খণ্ড, পৃ. ১০১ ; ওয়াফাতুল আ'য়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

[১৫] *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা* ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৬ ; ইমাম নববী, *মুকাদ্দমায়ে মুসলিম*, পৃ. ১৫।

[১৬] জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮ ; নওয়াব সিদ্দিক হাসান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ২০২ ; ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নববী* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৬ হি./১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

[১৭] সামসুদ্দিন আয-যাহাবী, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা'* ১২ খণ্ড, পৃ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬ ; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস* (বৈরুত: দারুল ফিকার, ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ.), পৃ. ২০৭ ; জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী* (মিশর: মাকতাবাতুল কাহিরা, ১৯৫৯ খৃ/ ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৩০।

[১৮] **أنّ مسلماً ألّف كتابه سنة ٢٥٠ هـ** দ্রষ্টব্য : হাজী খলীফাহ, *কাশফুয যুনুন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা.বি.), পৃ. ৫৫৫।

[১৯] ইমাম নববী, *মুকাদ্দমায়ে মুসলিম*, পৃ. ১৪ ; তাকীয়্যুদ্দীন আন-নদভী, *মুহাদ্দীসীনে 'ইযাম* (করাচী: মাজলিশ-ই-নাশারাত-ই ইসলাম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ.১৪৪।

[২০] **জামে':** যে গ্রন্থে হাদীসসমূহকে বিষয় অনুসারে সাজান হয়েছে এবং যাতে 'আকায়েদ, সিয়ার, তাফসীর, ফেতান, আদাব, আহ্‌কাম, রেকাক ও মানাকিব এ আটটি প্রধান অধ্যায় রয়েছে তাকে জামে' বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ১৪।

[২১] তাকী উদ্দীন নদভী, *মুহাদ্দিসীনে 'ইজাম* (আযম ঘাট : নশর ওয়া ইশাআত জামি'আহ ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫ খৃ.),পৃ. ১৪২।

[২২] প্রাগুক্ত।

[২৩] **মুসনাদ:** যে কোন রকমের হাদীসের সনদ সম্পূর্ণরূপে মুত্তাসিল অর্থাৎ যে হাদীসের সনদ রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদীসে মুসনাদ বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[২৪] শামসুদ্দিসন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৫৯০।

[২৫] ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল 'আয়ান*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি), পৃ. ৯৯ ; *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০১ ;*তাদরীবুর রাবী*, পৃ.৪৯।।

[২৬] ইবনুস সালাহ, *'উলুমুল হাদীস* (হলপ্প : ১৯৩১ খৃ.) পৃ. ৪৯।

[২৭] **মুত্তাসিল:** যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে নাই অর্থাৎ সকল স্তরে সকল বর্ণনাকারীর নাম যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে, তাকে হাদীসে মুত্তাসিল বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[২৮] **আদেল:** যে ব্যক্তি 'আদালত' তথা ন্যায় নিষ্ঠার গুণে গুণান্বিত তাকে 'আদেল' বলা হয়। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড (বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

[২৯] **যাবেত:** যে বর্ণনাকারী স্বীয় শায়খ হতে যা কিছু শ্রবণ করেন, তা যথাযথ স্মৃতিতে রক্ষা করতে সক্ষম অর্থাৎ যাবত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'যাবেত' বলা হয়। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড (বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ..২৫।

[৩০] **শুযুয:** শুযুয শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে শায। হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় 'শায' এমন হাদীসকে বলা হয় যা নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হয়। যদি উক্ত হাদীসের রাবী নির্ভরযোগ্য না হয় তা হলে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি নির্ভরযোগ্য হয় তা হলে তাকে তার বিপরীত বর্ণনাকারীর সাথে হাদীসের সংরক্ষণ করা, মুখস্ত করা ও অন্যান্য দিক দিয়ে তুলনা করা হবে। তন্মধ্যে যে বর্ণনাকারী প্রাধান্য পাবে, তার হাদীসকে 'মাহফুয' আর অপ্রাধান্য রাবীর হাদীসকে 'শায' বলা হবে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*,১ম খণ্ড (বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[৩১] **ঈলাল:** হাদীসে এমন কোন দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে যাকে কোন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত তা ধরতে পারে না। হাদীসে বিদ্যমান এই প্রকার সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটিকে ঈলাল বা ইল্লত বলা হয়। এ ধরনের ইল্লত হাদীসের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক দোষ। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড (বাংলা), পৃ. ৩০।

[৩২] *সহীহ মুসলিম*, *কিতাবুস সালাত*, *বাবুত তাসাহহুদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭।

[৩৩] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *মুকাদ্দিমায়ে সহীহ মুসলিম* (করাচী: মাতবা'আহ নূর মোহাম্মদ, ১৩৭৫ হি.),পৃ. ০২।

[৩৪] *মুকাদ্দিমায়ে শরহে নববী*, পৃ. ১৫।

[৩৫] *প্রাগুক্ত।*

[৩৬] মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: আনোয়ার লাইব্রেরী, ২০২১ খৃ.), পৃ. ৬৫।

[৩৭] *প্রাগুক্ত।*

[৩৮] মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[৩৯] *প্রাগুক্ত।*

[৪০] **মুনকাতি' :** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। মাঝখানের কোন বর্ণনাকারী যদি উহ্য বা বাদ হয়ে থাকে, তবে তাকে মুনকাতি' হাদীস বলে। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ ; মুহসিন আল-জাবির, ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

[৪১] **মুদাল্লাস:** যে হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের সনদে স্বীয় ওস্তাদের নাম উল্লেখ না করে ওস্তাদের উপরস্থ কোন শায়খের (বর্ণনাকারীর) নাম উল্লেখ করে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝা যায় যে, তিনি উল্লিখিত উপরস্থ শায়খের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি উপরস্থ শায়খের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেননি। এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলা হয়। আর এ প্রকারের বর্ণিত হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭ ; মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, সহীহ মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড (বাংলা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

৪২ প্রাগুক্ত।
৪৩ মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৪৪ *প্রাগুক্ত।*
৪৫ *প্রাগুক্ত।*
৪৬ মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬৮।
৪৭ *প্রাগুক্ত।*
৪৮ *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা'* ১২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬।
৪৯ *প্রাগুক্ত।*
৫০ *আন-নুকাতু 'আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬ ; *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১০৪ ।
৫১ *আন-নুকাতু 'আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।
৫২ এ. ই. ওয়ানসাক, অনুবাদ ও তাহকীক: ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *মিফতাহু কুনুযিস সুন্নাহ* (কাহেরা: দারুল হাদীস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৫০।
৫৩ *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪ ।
৫৪ Dr. Muhammad Zubayer Siddiqi, *Hadith Literature* (Calcutta : Calcutta University, 1961), P. 99.
৫৫ *শারহুন নববী মাতবূ' মাআস সাহীহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৫৬ *ফাতহুল মুলহিম*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮।
৫৭ মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন সাইয়েদ মুহাম্মদ জাকারিয়া আল-হুসাইনী বিন্নৌরী, *মা'আরিফুস সুনান*, ১ম খণ্ড (লাহোর: আল-মাতবা'আতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮৩ হি.), পৃ. ১৮।
৫৮ মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।
৫৯ মুহাম্মদ মুরতাদী আয-যুবাযদী, মুকাদ্দিমায়ে তাজুল উরূস, ১ম খণ্ড, (বৈরুত: মানশুরাতু দারী মাকতাবাতিল হায়াত, তা. বি.), পৃ. ১৪।
৬০ মোল্লা 'আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, ১ম খণ্ড (দেওবন্দ: মাকতাবাতুন নুরিয়্যাহ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ১৭।
৬১ মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৬২ *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ৭২ ; ফাতহুল মুলহিম , ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।
৬৩ **মারফু:** যে হাদীসের সনদ পরম্পরায় রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ রাসূল (সা.) থেকে সংকলনকারী পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত থাকে। মধ্যখান থেকে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি। এই প্রকারের হাদীসকে 'হাদীসে মারফু' বলা হয়। দ্রষ্টব্য: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ; মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড (বাংলা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৬৪ মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: আনোয়ার লাইব্রেরী, ২০২১ খৃ.), পৃ. ৬৩।
৬৫ ইবনুস সালাহ, সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম (বৈরুত: দারল গারব আল-ইসলামী, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৮৫।
৬৬ **যন:** কোন বিষয় শুনিবা মাত্র যদি তাতে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় না বটে তবে বিশ্বাসের পাল্লা যদি ভারী হয় তবে তাকে আরবী ভাষায় 'যন' বা 'গালিবুর রায়' বলা হয়। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড (বাংলা), *প্রাগুক্ত*, পৃ..২৫।
৬৭ *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২ ; *ইকমালুল মু'আল্লিম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬ ; *আল-মুকাদ্দামাতু লিল ইমামিন নববী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৬৮ ইমাম নববী, *মুকাদ্দামাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।
৬৯ কাযী আয়ায, *ইকমালুল মু'আল্লিম বিফাওয়ায়েদি মুসলিম*, তাহকীক: ইয়াহইয়া ইসমা'ঈল (মিশর: দারুল ওয়াফায়া, ১৯৯৮ খৃ./১৪১৯ হি.), পৃ. ২৬।
৭০ ইমাম মুসলিম, *শরহু মুসলিম*, পৃ. ১৫; মুহসিন আল-জাবির, ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬৭ ;মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গানগুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালির মুসান্নিফীন* (দেওবন্দ: হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১৪৬।
৭১ তা'লীক : কোন কোন গ্রন্থকার হাদীসের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র মূল হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করাকে 'তালীক' বলা হয়। ইমাম বুখারী (র.) এর সাহীহ বুখারী নামক হাদীস গ্রন্থে বহু তা'লীক হাদীস রয়েছে। কিন্তু তার উল্লেখিত সমুদয় তা'লীক হাদীস মুত্তাসিল হাদীসের পর্যায়ভূক্ত। আর বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে ইমাম বুখারীর (র.) সকল তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অধিকন্ত অন্যান্য সংকলনকারীগণ এ সকল হাদীস তাদের গ্রন্থে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, *সহীহ মুসলিম শরীফ*,১ম খণ্ড (বাংলা),প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
৭২ খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাতের, *মাকানাতুস সহীহায়ন* (আল-কাহেরা: আল-মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাতিল হাদীসাহ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৯১।
৭৩ মাওলানা তকীউদ্দীন নদভী, *মুহাদ্দিসীনে 'ইজাম*, (লক্ষ্মৌ: মাকতাবাতু দারুল 'উলুম নদওয়াতুল 'উলামা, ১৯৯৫ খৃ.), পৃ.১৪৬-১৪৮।
৭৪ মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গানগুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালির মুসান্নিফীন* , পৃ. ১৪৫।
৭৫ *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ৩৭৭।
৭৬ মুহসিন আল-জাবির, *ফাতহুল মুফহিম ফি শরহে মুসলিম*, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬৯।
৭৭ *তারীখুত তুরাছিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪-২৬৫; *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭ ; *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, প. ১৮০।
৭৮ *তারীখুত তুরাছিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫; *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭।
৭৯ *প্রাগুক্ত।*
৮০ *ইমাম মুসলিম, শরহু নববী*, পৃ. ১৩১।
৮১ *তারীখুত তুরাছিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ.২৭০ ; *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
৮২ মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গানগুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালির মুসান্নিফীন* , পৃ. ১৪৭।